তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯৫

**ডাকঘরের প্রতিটি কর্মকাণ্ড ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা হবে**

 **--  টেলিযোগাযোগমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডাকঘরের প্রতিটি কর্মকাণ্ড ২০২৩ সালের মধ্যে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা হবে। কাউন্টার থেকে পোস্টম্যানের পার্সেল কিংবা চিঠি বিতরণের প্রতিটি স্তর অটোমেশনের আওতায় আনতে না পারলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকা যাবে না। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চলমান রূপান্তর থেকে পোস্ট অফিস পিছিয়ে থাকতে পারে না।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ডিজিটাল প্লাটফর্মে বিসিএস পোস্টাল এসোসিয়েশন কর্তৃক ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নতুন যোগদানকৃত সচিব মোঃ আফজাল হোসেনকে দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী নতুন সচিবকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০২৩ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ স্থাপন এবং ৫ জি চালু করার ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল মহাসড়ক নির্মাণের এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি সভ্যতার সেতুবন্ধন ডাকঘরকেও আমাদের ডিজিটাল করতে হবে। তিনি এই ব্যাপারে ডাক কর্মকর্তাদের নিবেদিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডাকঘরের অবকাঠামো উন্নয়নে গত এগারো বছরে যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। ডাকঘরের বিদ্যমান অবকাঠামোসহ বিশাল কর্মীবাহিনীকে ডিজিটাল সৈনিক হিসেবে কাজে লাগাতে তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণসহ সম্ভাব্য সব কিছু করা হবে উল্লেখ করে  মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল দক্ষতার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার হয় না। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং জানা থাকলে যে ডিজিটাল কাজ করা সম্ভব। ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব তাকে সংবর্ধনা প্রদানের জন্য অনুষ্ঠানে বিসিএস পোস্টাল এসোসিশনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

 বিসিএস পোস্টাল এসোসিয়েশনের সভাপতি জেহসান ইসলামের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হারুন উর রশিদসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/সাহেলা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২১৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯৩

**আবুল হাসনাতের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 সাহিত্য পত্রিকা কালি ও কলমের সম্পাদক, কবি ও সাংবাদিক আবুল হাসনাতের মৃত্যুতে
গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 এক শোকবার্তায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নম্র ও বিনয়ী  লেখক আবুল হাসনাতের লেখনী মানুষের চিন্তার খোরাক যোগায়। সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন সাহিত্য কর্মের অগ্রনায়ক।

 ড. মোমেন মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

#

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯৪

**জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা আল্লামার মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক,  বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা আল্লামার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

 এক শোক বার্তায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় জেনারেল এম এ জি ওসমানীর এপিএস হিসেবে মোস্তফা আল্লামা সব সময় তাঁর সাথে অবস্থান করতেন। তিনি অকৃত্রিম ও  দৃঢ়চিত্তের ব্যক্তি ছিলেন। ড. মোমেন মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

 উল্লেখ্য, মোস্তফা আল্লামা আজ সকালে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে মৃত্যুবরণ করেন।

#

তৌহিদুল/সাহেলা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২১৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯২

**সমন্বিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ও তাদের অভিভাবকদের ভোগান্তি নিরসন, আর্থিক সাশ্রয়, পরীক্ষা দিতে গিয়ে আবাসনের সমস্যা নিরসন (বিশেষত নারী ভর্তিচ্ছুদের) এ রকম বহুবিধ কারণে দীর্ঘদিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে নেওয়ার চেষ্টা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন করে আসছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে এ বিষয়ে তাদের ঐকমত্যও জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য রাষ্ট্রপতিও এ বিষয়ে তাঁর অভিপ্রায় স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন।

 এ বছর বিশেষভাবে বিশাল সংখ্যক ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর একই সময়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য গণপরিবহনে ব্যাপক যাতায়াতের ফলে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধকল্পে সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করার বিষয়টি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় আজ চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সাথে অনুষ্ঠিত এক সভায় অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে আসতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

 মন্ত্রী আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত এক ভার্চুয়াল সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

 এ সময় মন্ত্রী বলেন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারি তাহলে তা হবে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে এবং আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষ থেকে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় উপহার।

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে এ ভার্চুয়াল সভায় আরো যুক্ত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, কমিশনের অন্য সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের  উপাচার্য প্রফেসর ড. ফারজানা ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুস সোবহান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার প্রমুখ।

 সভায় ৭৩’ এর আদেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তিনটির উপাচার্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আচার্যের অভিপ্রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সমস্যা নিরসনে এবং বিশেষত করোনা সংকটকে বিবেচনায় নিয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ এবং এর স্বচ্ছতা ও মান বজায় রাখার বিষয় নিশ্চিত করতে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও  সিন্ডিকেটের সাথে আলোচনা করে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাথে বসে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।

#

খায়ের/সাহেলা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯১

**গুজবে কান দেবেন না**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 কোনো ধরণের কোনো গুজব বা উসকানিমূলক কোনো বক্তব্যে কান না দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

 গুজব সৃষ্টিকারী সম্পর্কে কোনো খবর পেলে তা অবিলম্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

 গুজব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকার বদ্ধপরিকর।

#

সুরথ/ফারহানা/নাইচ/সাহেলা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯০

**সাহিত্য পত্রিকা কালি ও কলমের সম্পাদক আবুল হাসনাতের মৃত্যুতে**

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা ‘কালি ও কলম’ এর সম্পাদক এবং বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও সংগঠক আবুল হাসনাতের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযু্ক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 শোকবার্তায় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী জানান, সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় পদচারণার মাধ্যমে আবুল হাসনাত বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রভূত অবদান রেখেছেন। তাঁর মৃত্যুতে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

#

বিবেকানন্দ/ফয়সল/সাহেলা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৯

**বাংলাদেশের  বৈদেশিক মিশনে উন্নত সেবা নিশ্চিত করার নির্দেশনা পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম বলেছেন, বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনে সেবা প্রত্যাশী প্রবাসী বাংলাদেশিদের কেউ যেন সেবা না পেয়ে ফেরত না যান।

 বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে শ্রম উইংয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে দু’সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আজ প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

 প্রবাসী শ্রমিকদের বাংলাদেশের সোনার ছেলে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবাসীরা বিদেশে অনেক কষ্ট করেন। বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে তারা যেন ভালো আচরণ পান। প্রবাসীদের উন্নতমানের সেবা প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশের কর্মকর্তারা দক্ষতার সাথে শ্রমবাজার আরো সম্প্রসারণ করবেন বলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে প্রত্যেকটি দেশের সরকার কাজ করবে এবং এক্ষেত্রে প্রথম সুযোগ যেন বাংলাদেশ সরকার নিতে পারে সেই লক্ষ্যে দূতাবাসগুলোকে কাজ করার নির্দেশনা দেন শাহরিয়ার আলম। তিনি বলেন, প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল শক্তিগুলোর একটি।

 শাহরিয়ার আলম উল্লেখ করেন, ফ্রি ভিসা বলতে কিছু নেই। কোনো কোনো  শ্রমিক ট্যুরিস্ট ভিসায় বিদেশে গিয়ে অনিয়মিত হয়ে পড়লে তারা বাংলাদেশি অন্য শ্রমিকদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। মাঝে মাঝে দূতাবাস কেন্দ্রিক কিছু চক্র গড়ে ওঠে। এদের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছরে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছে। স্ব স্ব দেশ মামলা করে সেদেশের আইন অনুযায়ী দেশে পাঠিয়েছে। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর তারা কারাগারে অন্তরীণ রয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। তবে আমাদের দেশের নাগরিকদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। কেউ যেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা না বাড়ায়।

 পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো এবং সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতেই রয়েছে। গত কয়েক মাসে করোনা পরিস্থিতিতেও প্রবাসী আয় বেড়েছে। এ পরিস্থিতিতে শ্রমবাজার ঝুঁকিতে থাকলেও বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো করছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

 শাহরিয়ার আলম বলেন, যে সকল প্রবাসী চাকরি হারিয়েছেন তাদের ব্যাপারে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় তহবিল গঠন করেছে। তাদের ঋণ দিচ্ছে এবং তাদেরকে নতুন কর্মে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবাসীদের কল্যাণে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

#

তৌহিদুল/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৮

**এসএমই খাতকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে**

 **-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, অর্থনৈতিক উত্তরণে বর্তমান সরকার এসএমইখাতকে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। করোনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই খাতের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদাভাবে ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে এর বাস্তবায়নের কাজ চলছে। পাশাপাশি করোনাকালীন পণ্য বিপণন সুবিধা সম্প্রসারণে এসএমই উদ্যোক্তা এবং ক্রেতাদের মধ্যে লিংকেজ শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বিসিক উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স সেবা দিচ্ছে। সরকার গৃহীত উদ্যোগের ফলে শিল্পখাতে নিরবচ্ছিন্ন সাপ্লাই চেইন অব্যাহত রয়েছে এবং দেশের এসএমই খাত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তিনি করোনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এসএমইখাতের উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান।

 মন্ত্রী আজ ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত ‘করোনা-পরবর্তী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের ভূমিকা: আর্থিক ও শিল্প প্রবৃদ্ধি (Post- Covid: SMEs Role- Financial and Industrial Growth)’ শীর্ষক ওয়েবিনারে এসব কথা বলেন।

 ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন ফর স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেজ এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার (World Association for Small and Medium Enterprises- Bangladesh) এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী এতে প্রধান অতিথি ছিলেন।

 ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন ফর স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেজ এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রধান এস এম জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ শরিয়ত উল্লাহ। এতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ওমানের রাষ্ট্রদূত তায়েব সালিম আলভী (Taeeb Salim Alawi), নেপালের রাষ্ট্রদূত ডক্টর বানশিধার মিশ্র (Dr. Banshidhar Mishra), এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ড. মাসুদুর রহমান, ব্রাক ব্যাংকের হেড অফ এসএমই সৈয়দ আবদুল মোমেন, মালদ্বীপের এসএমই সংগঠক মোহাম্মদ আলী জানাহ (Mohammed Ali Janah), বাংলাদেশে ইউনিডোর কান্ট্রি প্রতিনিধি জাকি-উজ-জামান, নেদারল্যান্ডের মাইন্ড মাস্টার মন্ডোর (Mind Master Mundo) এর প্রেসিডেন্ট এরিক মেজার (Eric Meijer) আলোচনায় অংশ নেন।

 অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, করোনার ফলে প্রচলিত এসএমই শিল্পকে টেকসই ডিজিটাল বিজনেসে রূপান্তরের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সুযোগ কাজে লাগাতে  পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মতো প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তুলতে হবে। করোনা মহামারি বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করলেও এটি বাংলাদেশের এসএমইখাতের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। করোনার ফলে এদেশে প্রযুক্তিবান্ধব নতুন নতুন এসএমই এবং সাব-কন্ট্রাক্টিং শিল্পের বিকাশ ও মূল্য সংযোজনের সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে।

#

জলিল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৭

**সরকারের সহযোগিতায় পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে**

 **---বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, সরকারের সহযোগিতায় পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে, দাম আরও কমবে। গত বছর পেঁয়াজের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে, এতে আমাদের বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সংকট সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সহযোগিতায় পেঁয়াজ আমদানি শুরু করা হয়।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর পুরানা পল্টনে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)-এর বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের চাহিদার তুলনায় ৮ থেকে ৯ লাখ মেট্রিক টন পেঁয়াজের ঘাটতি হয়। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের দিকে এই ঘাটতি দেখা দেয়। সে কারণে আগে থেকেই সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমদানিকৃত পেঁয়াজের ৯০ শতাংশই আসে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে। কিন্তু এখন সেখানেও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পেঁয়াজ এবং আলুর দাম সেখানেও বেশি। আমাদের বাজারে পেঁয়াজ ও আলুর দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার জন্য সবকিছুই করা হচ্ছে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, তৈরি পোশাক খাত আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে কোভিড-১৯ এর মতো মহামারির মধ্যেও এ খাতটি এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং আগের অবস্থানে চলে এসেছে। এ সেক্টর নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির সময় সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল হতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্রও সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে।

 ইআরএফ সভাপতি সাইফ ইসলাম দিলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশিদুল ইসলাম, দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ, ইআরএফ এর সাবেক সভাপতি শামসুল হক জাহিদ, ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২০ জুরি বোর্ডের সমন্বয়ক সিরাজুল কাদির প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এ সময় ইআরএফ-এর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৬

**ডিআরইউতে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, আমরা যারা রাজনীতি করি সে জায়গায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আছি; আমাদের পছন্দের লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আছে, নেতৃত্বে পছন্দ-অপছন্দ এবং রাজনৈতিক দলের পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয় নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে যারা বিতর্ক করে তারা বাংলাদেশকে ধারণ করতে পারে না; তাদের ধারণ করতে কষ্ট হয়। এ জায়গাটায় আমাদেরকে সতর্কতার সাথে পথ চলতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীতে ডিআরইউ’র নসরুল হামিদ মিলনায়তনে ডিআরইউ আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা প্রদর্শনী ও বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সৃষ্টির সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদান ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় লাভ করা আমাদের অহংকার। এ জায়গাগুলোকে আমাদের সমুন্নত রেখে চলতে হবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন উদার। তাঁর উদারতা কিছু স্বার্থানেষী মহল গ্রহণ করতে পারেনি। সেজন্য বাংলাদেশকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।

 ডিআরইউ’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্যে রাখেন ডিআরইউ মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি শাজাহান সরদার, বাংলাদেশের খবর পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভূইয়া, ডিআরইউ’র সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ও ডিআরইউ মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটির আহবায়ক হাবীবুর রহমান, নারী বিষয়ক সম্পাদক ও ডিআরইউ মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটির সদস্য-সচিব রীতা নাহার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কার্যনির্বাহী সদস্য আহম্মেদ মুশফিকা নাজনীন।

 প্রতিমন্ত্রী ডিআরইউ-তে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ডিআরইউ’র ‘২৫ বছরের পথচলার অ্যালবাম’; ডিআরইউ সদস্যদের লেখা বই, ডিআরইউ সদস্য সন্তানদের আঁকা বিভিন্ন ছবিও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। আজ থেকে তিনদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এসব প্রদর্শনী চলবে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ডিআরইউ সদস্যদের ১৫টি লেখা থেকে পরবর্তীতে বাছাই করে সেরা পুরষ্কার দেওয়া হবে।

 বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে ডিআরইউ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৫

**পানগাঁও আইসিটিকে আরো গতিশীল করতে সবধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, পানগাঁও ইনল্যান্ড কন্টেইনার টার্মিনাল (আইসিটি)-কে আরো গতিশীল করতে সবধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি পানগাঁও আইসিটি’র কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একে সুন্দর ও আরো গতিশীল টার্মিনাল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার লক্ষ্যে সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পানগাঁও আইসিটির কন্টেইনার হ্যান্ডলিং বৃদ্ধি সংক্রান্ত বৈঠকে সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 বৈঠকে জানানো হয়, পানগাঁও আইসিটির মাধ্যমে তুলা আমদানি সহজ এবং কন্টেইনার হ্যান্ডলিং বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ দ্রুততম সময়ের মধ্যে পানগাঁও আইসিটির জন্য একটি স্ক্যানার সরবরাহ করবে।

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, পানগাঁও আইসিটির টার্মিনাল ম্যানেজার গোলাম মোঃ সারওয়ারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অনলাইনে যুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শফিকুজ্জামান, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মোঃ খালিদ হোসাইন, পানগাঁও কাস্টমস কমিশনার ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৪

**যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ইতিহাসে বিরল**

 **---জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

 আজ সাভারে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত “যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান” শীর্ষক সেমিনারে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্য আলোচক হিসাবে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন নয় বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা অপরিসীম। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতার কারণেই প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা নতুনভাবে করার সুযোগ পায়।

 বিপিএটিসির মেম্বার ডিরেক্টিং স্টাফ সৈয়দ মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এপিডি) মোঃ মোকাম্মেল হোসেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

 প্রতিমন্ত্রী এর পর মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস- ২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৩

**দেশের উন্নয়নের স্বার্থে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম ঢেলে সাজানো হবে**

 **---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 দেশের উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম ঢেলে সাজানো হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম ।

 আজ চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের প্রশাসনিক ভবনে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান।

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনাকে ঘিরে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নের জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা করছে। মৎস্য বন্দরের উন্নয়নে যা কিছু করা দরকার, সরকার সবকিছুই করবে। চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন ‘কর্ম সম্পাদনে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে অর্থবহ করা যায়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

 বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)-এর চেয়ারম্যান কাজী হাসান আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, বিএফডিসি'র পরিচালক রশিদ আহমদ, চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মহাব্যবস্থাপক কমান্ডার এম আর কে জাকারিয়াসহ চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 সকালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন আঞ্চলিক হাঁস-মুরগী খামার পরিদর্শন করে খামারের উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশনা দেন মন্ত্রী। এরপর বাংলাদেশ ভেটেরিনারি ও এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের পোল্ট্রি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিআরটিসি)-এ এনিমেল ডিজিজ ডায়াগনস্টিক ল্যাব এবং ফিড এনালাইসিস ও ফুড সেইফটি ল্যাব এবং এনাটমি মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন তিনি। এর আগে মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে নবনির্মিত অগ্রণী ব্যাংক ভবন উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

#

ইফতেখার/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮২

**চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের**

**উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে হবে**

 **--- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন. শতাব্দীর প্রাচীন ধ্যান ধারণা পরিহার করে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে হবে। তা না হলে বিদ্যমান জনশক্তি কাজে লাগানো যাবে না। এই লক্ষ্যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ডিজিটাল শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য। এর বাইরে বিদ্যমান প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে উপযোগী করে তৈরি করার জন্য সরকার গৃহীত উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 মন্ত্রী আজ ডিজিটাল প্লাটফর্মে গ্রামীণ ফোন আয়োজিত জিপি এক্সপ্লোর শীর্ষক তিনমাস ব্যাপী ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।

 মন্ত্রী বলেন, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কম্পিউটার বিষয় বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এর যথাযথ আউট পুট পাওয়া যাচ্ছে। কম্পিউটার ল্যাব আছে কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা সম্প্রসারিত হচ্ছে না। এ জন্য যে ঘাটতি আছে তা শনাক্ত করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হাতে হাতে ডিজিটাল ডিভাইস দিতে না পারলে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে বলে দেশের কম্পিউটার বিকাশের অগ্রদূত মোস্তাফা জব্বার উল্লেখ করেন। মন্ত্রী দেশের ৬৫ শতাংশ তরুণ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

 অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আক্তার হোসেন এবং গ্রামীণফোনের সিইও ইয়াসির আজমান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮১

**পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সারাদেশে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষ ছড়িয়ে দিতে হবে**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রদর্শনী প্লট থেকে নমুনা পেঁয়াজ সংগ্রহে দেখা যাচ্ছে হেক্টর প্রতি প্রায় ১৯ মেট্রিক টন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে যা খুবই আশাব্যঞ্জক। পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে এই উচ্চফলনশীল বারি-৫ জাতের পেঁয়াজের চাষ সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে। পেঁয়াজ উৎপাদনে অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। আর পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার সবচেয়ে সম্ভাবনা তৈরি করেছে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ। পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে আমাদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন করতে হবে।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয় থেকে মেহেরপুরের সদর উপজেলার কালিগাংনি গ্রামে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) আয়োজিত ‘গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের’ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অনলাইনে এ কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং কৃষি সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, পেঁয়াজ অত্যন্ত পচনশীল পণ্য। মজুত করে রাখা যায় না। সহজে মজুত করে রাখতে পারলে পেঁয়াজ নিয়ে সংকট হতো না। পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কোল্ড স্টোরেজের সুবিধা বাড়াতে হবে অথবা গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বিশেষ কোল্ড স্টোরেজে মজুত করতে পারলে পেঁয়াজ নিয়ে সংকট কমতো, তবে সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যেতে পারে। সে তুলনায় তুলনামূলকভাবে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষ সহজতর ও অধিক সম্ভাবনাময়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, মেহেরপুর কৃষিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। এখানকার মাটি খুবই উর্বর হওয়ায় প্রায় সব ধরনের ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি পেঁয়াজের ফলনও অনেক। দেশে পেঁয়াজের ঘাটতি পূরণে এই অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই স্বল্প খরচে যেন অধিক পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন করা যায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এজন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, পেঁয়াজের পচনরোধে আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে।

            অনুষ্ঠানে বারি’র মহাপরিচালক ড. মোঃ নাজিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক  মোঃ হামিদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮০

**বিদেশ গমনেচ্ছুদের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ প্রদানে আরো ২টি প্রতিষ্ঠান মনোনীত**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 সরকার পূর্বে অনুমোদিত ১০টি বেসরকারি RT-PCR ল্যাবের পাশাপাশি আরো দু’টি বেসরকারি ল্যাবকে বিদেশে গমনেচ্ছু যাত্রীদের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ প্রদানের জন্য মনোনয়ন দিয়েছে। প্রতিষ্ঠান দু’টি হলো:

১। স্টিমজ হেলথ কেয়ার বিডি লিঃ, ১১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা এবং

২। গুলশান ক্লিনিক, গুলশান, ঢাকা।

 বিদেশ গমনেচ্ছু যাত্রীদের জন্য কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ প্রদানের লক্ষ্যে অনুমোদিত বেসরকারি সকল ল্যাবকে নিম্নোক্ত শর্তাবলি আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে:

* বিদেশগামী যাত্রীদের RT-PCR পরীক্ষা বাবদ ইউজার ফি হিসেবে সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা গ্রহণ করা যাবে;
* কোন বেসরকারি RT-PCR ল্যাব কোন বিমান সংস্থার সাথে কোভিড-১৯ সনদ প্রদানের জন্য বাধ্যতামূলক ল্যাব হিসাবে তালিকাভুক্ত হতে পারবে না;
* বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কোভিড-১৯ স্যাম্পল সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং সঠিক রিপোর্ট প্রদান করতে হবে;
* বিদেশগামী যাত্রীদের রিপোর্ট যেন ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ওয়েবসাইটে দেখতে পায় সে জন্য সঠিক তথ্য যথাসময়ে অভিজ্ঞ ডাটা এন্টি অপারেটরদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের DHIS2 সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে;
* বিদেশগামী যাত্রীদের পাসপোর্ট ও টিকিটের ফটোকপি যাচাই করে বিমান ছাড়ার ৭২ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে স্যাম্পল সংগ্রহ করতে হবে এবং বিমান ছাড়ার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। কোনক্রমেই ৭২ ঘণ্টার আগে স্যাম্পল নেয়া ও টেস্ট করা যাবে না;
* বিদেশগামী যাত্রীদের স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণপূর্বক RT-PCR ল্যাব প্রাঙ্গণে আলাদা স্যাম্পল কালেকশন বুথ স্থাপন করতে হবে;
* অনুমতি প্রাপ্ত RT-PCR ল্যাবসমূহকে IEDCR কর্তৃক Quality Control যাচাইয়ের নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন টিম কর্তৃক মানোত্তীর্ণ হতে হবে;
* বিদেশগামী যাত্রীদের সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে একটি হট লাইন নম্বর চালু করে তা ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখতে হবে এবং
* RT-PCR পরীক্ষার রিপোর্টে কোনরূপ ভুল হলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট RT-PCR ল্যাব কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে।

 উল্লেখ্য পূর্বে অনুমোদিত ১০টি বেসরকারি RT-PCR ল্যাব হলো: (১) আন্তর্জাতিক উদরাময় কেন্দ্র (আইসিডিডিআরবি), মহাখালী, ঢাকা; (২) ডিএমএফআর মলিকিউলার ল্যাব এন্ড ডায়গনস্টিকস, সোবাহানবাগ, ঢাকা; (৩) ল্যাব এইড লিঃ, ধানমন্ডি, ঢাকা; (৪) ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা; (৫) আইদেশী, মহাখালী, ঢাকা; (৬) পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ধানমন্ডি, ঢাকা; (৭) স্কয়ার হাসপাতাল, পান্থপথ, ঢাকা; (৮) এভার কেয়ার হাসপাতাল, বসুন্ধরা, ঢাকা; (৯) প্রাভা ডায়াগনস্টিক, বনানী, ঢাকা এবং (১০) ইউনাইটেড হাসপাতাল, গুলশান, ঢাকা।

 একই সাথে বিদেশ গমনেচ্ছু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ প্রদানের জন্য আইইডিসিআর এর পাশাপাশি সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকেও নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন থেকে দেশের সকল বিমানবন্দর, স্থলবন্দর ও নৌবন্দরে এই সনদগুলো প্রদর্শনপূর্বক তাঁরা বিদেশ যেতে পারবেন।

#

মাইদুল/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ হাজার ৫৪৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৫৬৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৯ হাজার ২৫২ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৯৪১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ২৫ হাজার ৯৪০ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৮

**কবি সাংবাদিক আবুল হাসনাতের ইন্তেকালে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রসিদ্ধ পত্রিকা ‘কালি ও কলম’ সম্পাদক আবুল হাসনাতের ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কবি ও সাংবাদিক আবুল হাসনাতের (৭৫) ইন্তেকালের সংবাদে তথ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং প্রয়াতের স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মন্ত্রী বলেন, দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের একনিষ্ঠ সেবক প্রতিভা ও ‘কালি ও কলম’ সাহিত্য-সংস্কৃতি পুরস্কারের জনক হিসেবে আবুল হাসনাতের অবদান স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

**সাবেক সিডিএ চেয়ারম্যান আবদুচ ছালামের মায়ের ইন্তেকালে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

 চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) সাবেক চেয়ারম্যান ও মহানগর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্ব আবদুচ ছালামের মাতা মাবিয়া খাতুনের (৯০) ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম-৭ আসনের সংসদ সদস্য তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 তথ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং আবদুচ ছালামসহ এই মমতাময়ী মায়ের ছয় পুত্র ও চার কন্যাসহ সকল গুণগ্রাহী ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। বন্দরনগরী চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত শুক্রবার বিকেলে মাবিয়া খাতুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চট্টগ্রাম নগরীর মোহরা বায়তুল ইকরাম জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে নামাজে জানাজা শেষে চট্টগ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হয়।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৭

**ছিটেফোঁটা নেতিবাচক রিপোর্টেই উচ্চকণ্ঠ গবেষকরা উন্নয়নে নীরব**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 আইএমএফ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের প্রতিফলনে উপমহাদেশ জুড়ে তোলপাড় প্রশংসা হলেও দেশের যেসব গবেষণা সংস্থা নীরব রয়েছে, ছিটেফোঁটা নেতিবাচক রিপোর্টেই তাদের উচ্চকণ্ঠ হতে দেখা যায় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সেখানে মুজিববর্ষ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপ্তিকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির  বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

 ড. হাছান বলেন, ‘আইএমএফ’র সাম্প্রতিক প্রতিবেদন ও এশিয়ান ডিভালপমেন্ট ব্যাংক’র প্রতিবেদন অনুযায়ী এ বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে বিশ্বের গুটিকতক ভালো প্রবৃদ্ধির দেশের অন্যতম। আইএমএফ বলছে, এ বছরের শেষান্তে আমাদের মাথাপিছু আয় ভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই প্রতিবেদন প্রকাশে পুরো উপমহাদেশ প্রশংসায় তোলপাড়। ভারতের সমস্ত গণমাধ্যমে, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা ও প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা হচ্ছে। শুধু ভারতে নয়, পাকিস্তানেও একই ঘটনা। পাকিস্তানে কোনো কোনো টেলিভিশনে আবার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বলছে ‘আমাদের ভায়েরা এগিয়ে যাচ্ছে’। সব মিলিয়ে ভারত-পাকিস্তানে তোলপাড় পড়ে গেছে।’

 ‘কিন্তু বাংলাদেশে যারা অর্থনৈতিক সমীক্ষা নিয়ে কাজ করেন, অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করেন, তাদের মুখে আমরা কোনো বক্তব্য দেখতে পাই নাই’ আক্ষেপ করে মন্ত্রী বলেন, ‘তবে আইএমএফ কিংবা এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক বা কোনো পত্রিকা যদি ছিটেফোঁটা নেতিবাচক প্রতিবেদনও দিতো, তাহলে দেখতে পেতেন এতদিনে তাদের বক্তব্যে সমস্ত টেলিভিশন ঝালাপালা হয়ে যেতো।’

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যে ইতিবাচক প্রতিবেদন নিয়ে ভারত জুড়ে তোলপাড়, এতে তারা নিশ্চুপ। এতে প্রশ্ন আসে, দেশে ভালো কিছু হলে তারা আদৌ খুশি হন কি না। তারা কি আসলে দেশকে খারাপভাবে, নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার জন্য গবেষণা করে। কোনো ইতিবাচক কোনো প্রতিবেদন হলে তারা নিশ্চুপ থাকে কেন -এটি অনেকেরই প্রশ্ন।’

 এসময় মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে কটূক্তির বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অবমাননাকর কোনো কিছু আমরা কোনোভাবেই সমর্থন করি না। অতীতেও এ ধরণের ধর্মীয় আঘাতের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কোনো ধর্মের অনুভূতিতেই আঘাত দেয়া কখনই সমীচীন নয়। পাটগ্রামের ঘটনার ব্যাপারেও সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। এই ধরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনাও কোনোভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। পৈশাচিক ঘটনা যারা ঘটিয়েছে, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।’

 এর আগে খুলনা জেলা প্রশাসনের মুজিববর্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় দেশের তৃতীয় বৃহত্তম খুলনা শহরের পাশে বটিয়াঘাটা উপজেলায় ১ লাখ ২০ হাজার গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে  বঙ্গবন্ধুর নামে বোটানিকেল গার্ডেন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, ২৫৫ একরের সাড়ে ৩ কিলোমিটার লম্বা ও ১ দশমিক ২ কিলোমিটার  চওড়া এই বোটানিকেল গার্ডেন খুলনা শহরের পাশে একটি ছোট্ট সুন্দরবন গড়ে তোলার  লক্ষ্যেরই সমার্থক চমৎকার একটি পরিকল্পনা। একইসাথে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে খুলনায় ১৯ লাখ ২০ হাজার গাছের চারা রোপণের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যেও সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান ড. হাছান।

 চলমান পাতা-২

পাতা-২

 এই ছোট দেশকে যেভাবে পরিচালনা করতে হয়, যেভাবে সম্পদের ব্যবহার করতে হয়, সেই পরিকল্পনা নিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি পরিকল্পনা, ২১শ’ সাল নাগাদ আরেকটি পরিকল্পনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এগুচ্ছেন, বলেন ড. হাছান। তিনি বলেন, ‘সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশে বন সৃজন। জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশে আসার পর ১৯৮৩ সাল থেকেই কৃষক লীগের মাধ্যমে সারা দেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে প্রথম দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে  বৃক্ষরোপণকে একটি আন্দোলনে রূপান্তর করেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৯ সালে দেশে বনভূমির পরিমাণ ছিল ১০ শতাংশ। আজ সেটি বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ দশমিক ৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই ক’বছরে দেশের মানুষ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বনভূমির পরিমাণ কমেনি বরং বৃক্ষআচ্ছাদিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বের কারণেই এটি হয়েছে।’

 খুলনা জেলার ডেপুটি কমিশনার মোহজাম্মদ হেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য পঞ্চানন বিশ্বাস ও খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার সম্মানিত অতিথি এবং খুলনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ হারুনুর রশীদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জি এম আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৬

**বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভের রেকর্ড পূর্বের সার্ভের রেকর্ডকে প্রতিস্থাপন করবে**

 **---ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, পটুয়াখালী ও বরগুনায় শীঘ্র শুরু হতে যাওয়া বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (বিডিএস/বিডি জরিপ) পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী পরিচালনা করা হবে। বিডিএস-এ প্রাপ্ত হালনাগাদ রেকর্ড পূর্বের সার্ভের রেকর্ডকে প্রতিস্থাপন করবে।

আজ রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত অফিসার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ওটিআই) মসজিদ সংলগ্ন মাঠে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে ক্যাডার এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের ১২৩তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভূমিমন্ত্রী এ কথা বলেন। ৪৭ জন কর্মকর্তা নিয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস) আয়োজিত কোর্সটি আগামী ডিসেম্বর মাসের ২০ তারিখ শেষ হবে।

ভূমিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের দূরদর্শী উদ্যোগের ফসল হিসাবে ভূমি মন্ত্রণালয় মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশন্স পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় অপ্রতুল ভূমি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে দেশের ভূমি সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে ‘মৌজা ও প্লট-ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প'-এর কাজ দ্রুত শুরু করা হচ্ছে - সাইফুজ্জামান চৌধুরী এসময় জানান।

এর আগে ভূমিমন্ত্রী সাভারে এসে পৌঁছলে ভূমিসচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। পরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকবৃন্দ মন্ত্রীকে আধুনিক ভূমি জরিপের ডেমো প্রদর্শন করেন এবং জিএনএসএস ও ইটিএস যন্ত্র সহ অত্যাধুনিক জরিপ যন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে ভূমিমন্ত্রী জানান আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ডিজিটাল কার্যক্রমের সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত ডিজিটাল কার্যক্রম সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আরেকটি প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, সম্প্রতি পাইলটিং হওয়া অনলাইনে ভূমি কর ব্যবস্থাপনা আগামী বছরের জুলাই হতে দেশব্যাপী চালু করতে ভূমি মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর।

#

নাহিয়ান/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৫

**মশা নিধনে শুল্কমুক্ত ঔষধ ও যন্ত্রপাতি আমদানির উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 এডিস মশা নিধনে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক কমিয়ে আনা অথবা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে মশা এখন নিয়ন্ত্রণে আছে বলেও জানান মন্ত্রী।

 আজ মন্ত্রণালয়ে ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশনসমূহ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য জুমে অনুষ্ঠিত ৭ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শেষে সাংবাদিকদেরকে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী এ কথা জানান।

 মন্ত্রী বলেন, কৃষি কীটনাশকের থেকে মশা নিধন ঔষধের আমদানি শুল্ক অনেক বেশি হওয়ায় মশা নিধনে কার্যকর ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক মুক্ত অথবা কমে আনার জন্য সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। তাদের এ দাবির প্রেক্ষিতে মেয়রদের চিঠি দিতে বলা হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে মশা নিয়ন্ত্রণে আছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে সরকারি নির্দেশনা মেনে মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে। তিনি নিজেই করোনা মহামারির মধ্যেও বিভিন্ন খাল, জলাশয় এবং আবাসিক ও নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করেছেন বলেও জানান।

 এর আগে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জুমে অনুষ্ঠিত সভায় সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অংশ নেন।

#

হায়দার/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৪

**করোনায় সাধারণ বেডে জনপ্রতি সাড়ে ১৫ হাজার এবং**

**আইসিইউতে ৪৭ হাজার টাকা ব্যয় করেছে সরকার**

 **---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘করোনায় সাধারণ মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে যাচ্ছে সরকার। পরীক্ষার জন্য নামমাত্র ফি নির্ধারণ করার পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা ফ্রি করা হয়েছে। সরকার দেশের মানুষের জন্য এই মহামারীকালীন সরকারিভাবে একজন সাধারণ রোগীর জন্য গড়ে সাড়ে ১৫ হাজার টাকা ও একজন আইসিইউ ইউনিটে থাকা রোগীর জন্য ৪৭ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। এর ফলে করোনাকালীন মহামারিতে দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে।”

 আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত “স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে) সম্পর্কে অংশীজনদের অবহিতকরণ সভায়” সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

 সভায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসলে তা মোকাবিলায় সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। মন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, করোনায় দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় পূর্বের সকল প্রস্তুতি ধরে রেখে কাজ করা হচ্ছে। ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলো যেভাবে করোনার জন্য কাজ করেছে তা অব্যাহত রাখা হবে। চিকিৎসক ও নার্সদের প্রশিক্ষণ চলমান থাকবে। পিপিই দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে তা ভবিষ্যতেও মজুত থাকবে। এর পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিগুলোকে প্রচারণা আরো বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে। একই সাথে কোভিড এর দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় অন্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোতেও অবগত করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই সরকারি সেবা নিতে মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলকও করা হয়েছে যাকে ইংরেজিতে তুলে ধরা হয়েছে- No Mask, No Service খুব দ্রুতই করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো হবে।

 সভায় অন্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আবদুল মান্নান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/ফারহানা/আব্বাস/২০২০/১৮০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৩

**সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর):

 যথাযোগ্য মর্যাদায় পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪২ হিজরি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজ বা’দ যোহর বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

 মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবন ও আদর্শের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

 আলোচনায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবন ও আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আমরা করোনা ভাইরাসের কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে পারি। এ বিষয়ে হাদিসের উদ্বৃতি দিয়ে তিনি বলেন, আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং নিজেদের অন্যায় অপরাধের জন্য বেশি বেশি ক্ষমা চাইতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি সকলকে সরকারের নির্দেশ অনুসরণ করে আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধান এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

 মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরও বলেন, রাসুল (সা.) এর বিরুদ্ধ্ববাদীরা তাঁর বিরুদ্ধ্ব্বে অসংখ্য বই লিখেছে। কিন্তু তারাও স্বীকার করত তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি এবং আমানতের খেয়ানত করেননি। আমাদেরকে রাসুলের সত্যিকারের উম্মত হিসেবে মিথ্যা না বলা এবং আমানতদারিতার গুণাবলী অর্জন করতে হবে।

 মিলাদ পরিচালনা করেন সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব মুফতি মো: ওমর ফারুক এবং দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের পেশ ইমাম মুফতী মাওলানা মুহিব্বুল্লাহিল বাকী।

 ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। সভায় দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া মাহফিলে সচিবালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিপুল সংখ্যক মুসল্লী অংশগ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/পরীক্ষিৎ/অনসূয়া/কামাল/খোরশেদ/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭২

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আজীবন কাজ করে যাব**

 **- গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীক**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর):

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক বলেছেন, স্বাধীনতা পুরস্কার আমাকে দেশ গঠনের কাজে আরও অনুপ্রাণিত করবে। এসময় তিনি জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আজীবন কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

 আজ সচিবালয়ে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক ‘স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২০’ লাভ করায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

 মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। বিখ্যাত ক্র্যাক প্লাটুনের একজন যোদ্ধা হিসেবে বিভিন্ন সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেছি। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘বীরপ্রতীক’ খেতাবে ভূষিত করেছেন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য 'স্বাধীনতা পুরস্কার- ২০২০' অর্জন আমার জীবনের বড় অর্জন। জাতির পিতার হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ এবংতাঁর কন্যার হাত থেকে পুরস্কার-- এ দুটিই আমি পেয়েছি। যা আমার জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

 এসময় মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

 অনু্ষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম,এনডিসি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০’ প্রদান অনুষ্ঠানে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক নাগরিক সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

#

সৈকত/পরীক্ষিৎ/অনসূয়া/কামাল/খোরশেদ/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭১

**আবুল হাসনাত এর মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা 'কালি ও কলম' এর সম্পাদক এবং বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও সংগঠক আবুল হাসনাত এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 শোকবার্তায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় পদচারণার মাধ্যমে আবুল হাসনাত বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রভূত অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষার অন্যতম জনপ্রিয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'কালি ও কলম' এর সম্পাদক এবং একইসঙ্গে চিত্রকলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক ‘শিল্প ও শিল্পী’র সম্পাদক। তাছাড়া তিনি দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে সম্পাদনা করেন। তাঁর মৃত্যুতে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

 উল্লেখ্য, ছায়ানটের অন্যতম সংগঠক আবুল হাসনাত (৭৫) আজ সকালে রাজধানীর ধানমণ্ডিস্থ আনোয়ার খান মডার্ণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ফুসফুসের সংক্রমণজনিত রোগে ভুগছিলেন।

#

ফয়সল/অনসূয়া/কামাল/কুতুব/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭০

**বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অক্টোবর মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশের চেক হস্তান্তর**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীগণের অক্টোবর মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশের ৮টি চেক অনুদান বণ্টনকারী অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ে এবং জনতা ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

 আগামী ৮ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যাংক হতে অক্টোবর মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন করা যাবে।

#

রুহুল/অনসূয়া/কামাল/আসমা/২০২০/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬৯

**জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সারা বিশ্ব করোনা মহামারিতে পর্যদস্ত, তার মাঝেও মানবিক মূল্যবোধের ডাকে সাড়াদানকারী এই আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরাপদ রক্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭২ সালে তৎকালীন পিজি হাসপাতাল, বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের অন্ধত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ১৯৭৫ সালে ‘অন্ধত্বমোচন অর্ডিন্যান্স’ জারী করেন। সন্ধানী মানবতার পথ ধরে হাসপাতালের মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে দিতে ২ নভেম্বর ১৯৭৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। বর্তমান সরকার ‘মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন ২০১৮’ প্রণয়ন করেছে। এর ফলে স্বেচ্ছায় অঙ্গদান ও মৃত্যুর পর চক্ষুদানে আর কোন জটিলতা থাকবে না। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনানুগ কোন উত্তরাধিকারের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে অঙ্গ নেয়া যাবে। তাই মৃত্যুর পর শোককে এক মহৎ সেবায় পরিণত করতে সেই পরিবারের কোন উত্তরাধিকার চোখ সংগ্রহের অনুমতি দিতে এগিয়ে আসলে বাংলাদেশে কর্ণিয়া দান ও কর্ণিয়া সংযোজনে এক বিপ্লব ঘটে যেতে পারে।

 সন্ধানী স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে রক্তদানকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেছে। আশা করি চোখদানকেও জনপ্রিয় করে তুলে বিশ্বে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করবে।

 আমি সন্ধানী, সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বস্তরের জনগণকে এই মানবিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই। করোনা মহামারির সময় সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ অনুষ্ঠান পালনের জন্য অনুরোধ করছি।

 আমি ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২০’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/কামাল/আসমা/২০২০/১০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬৮

**জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির যৌথ উদ্যোগে ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস-২০২০’ দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘সন্ধানী’ বিগত ৪৩ বছর যাবত আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত থেকে জরুরি অস্ত্রোপচারসহ মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে স্বেচ্ছায় রক্তদানকে একটি জনপ্রিয় সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেছে। এর পাশাপাশি অন্ধত্ব দূরীকরণে জনগণকে মরণোত্তর চক্ষুদানে উদ্বুদ্ধকরণ, মানবচক্ষু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ সব কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এ প্রতিষ্ঠান সমাজ সেবায় ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’সহ অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। আমি সন্ধানীর সকল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একইসাথে স্বেচ্ছায় রক্তদানে যেসব সংগঠন ভূমিকা রাখছে তাদেরকেও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সৃষ্টির সেবাই স্রষ্টার সেবা। মানুষ তার অমূল্য রক্ত ও মরণোত্তর চক্ষু দান করে মানবতার সেবায় বিপুল অবদান রাখতে পারে। কারণ রক্ত ও কর্ণিয়ার কোন বিকল্প নেই। রক্তের অভাব পূরণে মানবদেহের রক্ত এবং কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণে মানব কর্ণিয়াই একমাত্র অবলম্বন। মানবদেহে রক্ত কয়েকমাস পর পর এমনিতেই নষ্ট হয়ে যায়, আবার নতুন রক্ত জন্মায়। মৃত্যুর পর চোখসহ সকল অঙ্গই নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের প্রয়োজনে মানুষ সব সময় রক্তদানে এগিয়ে আসুক, মরণোত্তর চক্ষুদান করুক এবং মৃত্যুর পর উত্তরাধিকাররা কর্ণিয়া সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করুক - এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মহামারি আকার ধারণ করেছে। মহামারির সময় সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ অনুষ্ঠান পালনের আহ্বান জানাচ্ছি। আমি ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস-২০২০’ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/কামাল/আসমা/১০৪৫ ঘণ্টা